Released: 11-6-1938
নিউ থিয়েটার্সের
অভিজ্ঞান
THE NEW THEATRES LIMITED

—নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন—

# অভিজ্ঞান

নিউ থিয়েটার্স লিঃ

কলিকাতা

চিত্র-পরিবেশক ঃ প্রাইমা ফিল্মস্ লিমিটেড্

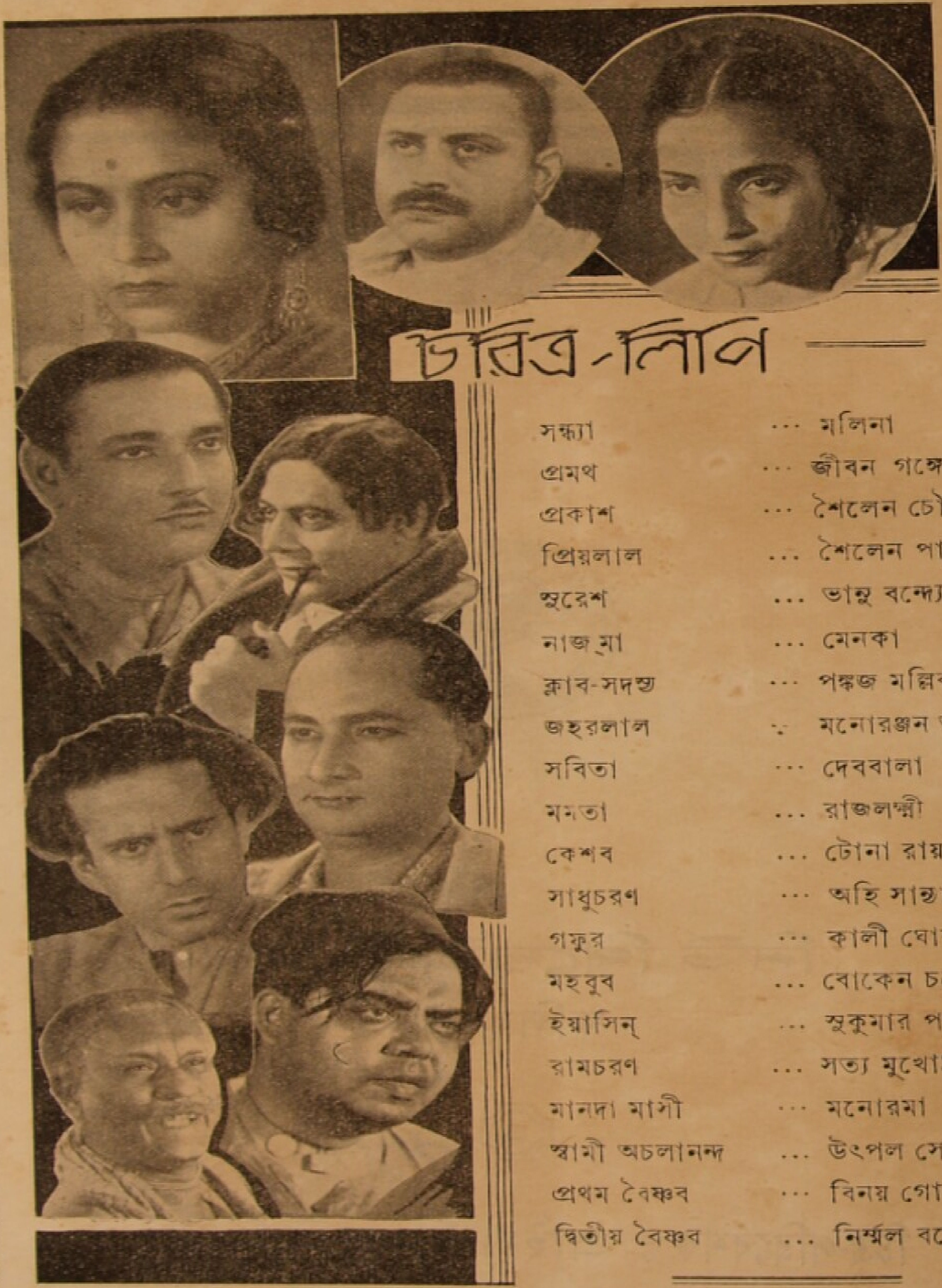

# চরিত্র-লিপি

| | | |
|---|---|---|
| সন্ধ্যা | ... | মলিনা |
| প্রমথ | ... | জীবন গঙ্গোঃ |
| প্রকাশ | ... | শৈলেন চৌধুরী |
| প্রিয়লাল | ... | শৈলেন পাল |
| সুরেশ | ... | ভানু বন্দ্যোঃ |
| নাজ্মা | ... | মেনকা |
| ক্লাব-সদস্য | ... | পঙ্কজ মল্লিক |
| জহরলাল | ... | মনোরঞ্জন ভট্টাঃ |
| সবিতা | ... | দেববালা |
| মমতা | ... | রাজলক্ষ্মী |
| কেশব | ... | টোনা রায় |
| সাধুচরণ | ... | অহি সান্যাল |
| গফুর | ... | কালী ঘোষ |
| মহবুব | ... | বোকেন চট্টোঃ |
| ইয়াসিন্ | ... | সুকুমার পাল |
| রামচরণ | ... | সত্য মুখোঃ |
| মানদা মাসী | ... | মনোরমা |
| স্বামী অচলানন্দ | ... | উৎপল সেন |
| প্রথম বৈষ্ণব | ... | বিনয় গোস্বামী |
| দ্বিতীয় বৈষ্ণব | ... | নির্ম্মল বন্দ্যোঃ |

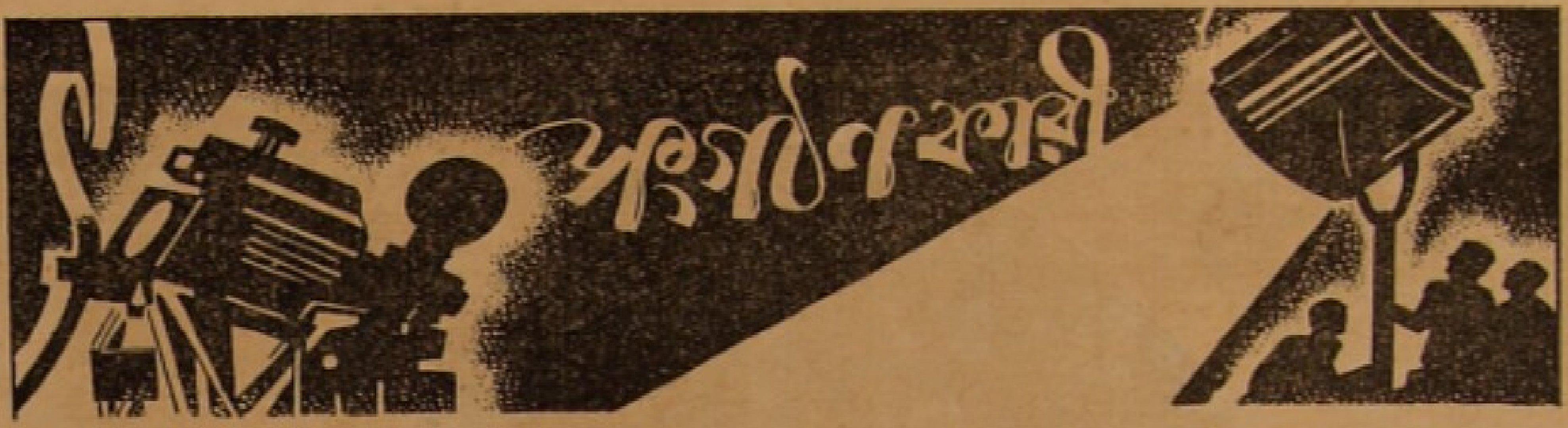


শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস অবলম্বনে

| | | |
|---|---|---|
| পরিচালক | .... .... | প্রফুল্ল রায় |
| চিত্র-নাট্যকার | .... ... | ফণী মজুমদার |
| আলোক-চিত্র-শিল্পী | ... | বিমল রায় |
| শব্দ-যন্ত্রী | ... ... | বাণী দত্ত |
| সুর-শিল্পী | ... ... | রাই বড়াল |
| চিত্র-সম্পাদক | ... ... | সুবোধ মিত্র |
| রসায়নাগার অধ্যক্ষ | ... | সুবোধ গাঙ্গুলী |
| ইউনিট্ ব্যবস্থাপক | ... | জলু বড়াল |
| প্রধান ব্যবস্থাপক | ... | পি, এন, রায় |

## —সহকারী—

| | | |
|---|---|---|
| পরিচালনায় | ... | ফণী মজুমদার, অপূর্ব্ব মিত্র, বিনয় রায়চৌধুরী |
| চিত্র-শিল্পে | ... | রবি ধর, প্রভাকর হালদার |
| শব্দানুলেখনে | ... | রণজিৎ দত্ত |
| সঙ্গীত-পরিচালনায় | .. | জয়দেব শীল |
| সঙ্গীত-রচনায় | ... | অজয় ভট্টাচার্য্য |
| দৃশ্য-পটাদি-গঠনে ও ব্যবস্থাপনায় | ... | পুলিন ঘোষ, অনাথ মৈত্র |

নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং
কালিকা প্রেস লিঃ ২৫, ডি, এল, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা, হইতে শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত

# কাহিনী

অন্ধকার রাত্রি। দূরে কয়েকখানা চালা ঘর পুড়িয়া প্রায় ছাই হইয়া গিয়াছে।

কত কালের এই ভিটা। কত হাসি-কান্নার স্মৃতি ইহার সঙ্গে বিজড়িত। জমিদার জহরলালের মতে গফুর আজ বিদ্রোহী। সেই বিদ্রোহী প্রজাকে শায়েস্তা করিতে, জমিদারের আদেশে নায়েব কেশব চালাইল এই ধ্বংস-লীলা, এই নর-ঘাতন্ নিষ্ঠুরতা! কেশবের সঙ্গে আসিয়াছিল প্রিয়লাল—জমিদারের একমাত্র কৃতবিদ্য পুত্র। জমিদারী শাসনের নামে প্রজা-পীড়নে তাহার উৎসাহ ছিল না। পিতার আদেশে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই তাহাকে আসিতে হইয়াছিল কেশবের সঙ্গে।

পরিণামে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটিল তাহারই স্মৃতি প্রিয়লালকে পীড়িত করিল। আর সেই সর্ব্বহারা গফুর, প্রতিকারের অক্ষমতায় নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে লাগিল। অন্তরে তাহার জ্বলিয়া উঠিল প্রতিহিংসার দাবানল।

আরব্ধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া প্রিয়লাল তাহার তরুণী পত্নী সন্ধ্যাকে লইয়া চলিয়াছে ষ্টেশনের দিকে, কলিকাতায় ফিরিবার জন্য। রাত্রির অন্ধকারে নিস্তব্ধ বন-পথ অতিক্রম করিয়া তাহারা চলিয়াছে সদলবলে অনেকগুলি গো-শকটে।

গফুরের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করিয়া প্রিয়লালের মনে সুখ ছিল না। স্বামীর এ উদাস ভাব বিচলিত করিল সন্ধ্যাকে। সন্ধ্যা অভিমান করিল, অনুযোগ করিল, বুঝাইবার চেষ্টা করিল। বলিল—"বাপ-মা'র মুখ চেয়ে এমন অনেক কিছুই কোরতে হয়"—

প্রিয়লাল তাহা জানে। কহিল,—"কোরতে হয় জানি এবং হয়ত' ভবিষ্যতেও কোরতে হ'বে। তবু যা' অন্যায় তা' চিরদিনই অন্যায়"·········

এম্‌নি নানা চিন্তা, নানা আলোচনার মধ্য দিয়া তাহারা আগাইয়া চলিয়াছে ; সহসা সে নিস্তব্ধ বন-ভূমি প্রকম্পিত করিয়া শব্দ উঠিল······

হারে···রে···রে···রে !

এবং তাহার পরেই আরম্ভ হইয়া গেল একটা পৈশাচিক নৃশংসতা ! একটা বিকট হল্লায় সমস্ত বন থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে এক দল লোক বড় বড় লাঠি লইয়া ভীমবেগে আসিয়া পড়িল তাহাদের উপর। শকটের গতিপথ রুদ্ধ হইয়া গেল। চারিদিকে সূচিভেদ্য অন্ধকার, তাহার মধ্যে শুধু লাঠির শব্দ, মর্ম্মান্তিক হাহাকার আর মৃত্যুর তাণ্ডব লীলা !

এই নিদারুণ নির্ম্মমতার অট্টরোল থামিলে দেখা গেল লোকজন কে কোথায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। প্রিয়লাল লাঠির আঘাতে একধারে অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া আছে। আর আক্রমণকারী দুর্বৃত্তের দল সুযোগ বুঝিয়া কোন্ অবসরে সন্ধ্যাকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।

গফুর চাহিয়াছিল প্রতিশোধ। আজ তাহার ক্ষুব্ধ আত্মা প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিল।

অপহৃতা সন্ধ্যা আজ গফুরের অধিকারে। সে আজ গফুরের বাড়ীতে বন্দিনী। কিন্তু বিরোধ বাধিল গোবিন্দর সঙ্গে। গোবিন্দ জাত-ডাকাত। সন্ধ্যাকে সে লুটের মাল বলিয়াই জানে। তাহার ইচ্ছা, সন্ধ্যাকে সে বেশ মোটা দরে বিলাসের পণ্য হিসাবে বিক্রয় করিয়া দেয়। কিন্তু গফুরের উদ্দেশ্য তাহা নহে। প্রতিহিংসা-বশে, নিতান্ত ঝোঁকের মাথায় সে সন্ধ্যাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সর্ব্বনাশ করিবার প্রবৃত্তি গফুরের ছিল না।

অবশেষে এই বিরোধের বার্ত্তা গিয়া পৌছিল—গফুরের ছোট বোন নাজ্‌মার কানে। নারীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল নারীর ব্যথায়। সন্ধ্যার দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার চোখে জল আসিল। সমবেদনায় সমস্ত অন্তর ভরিয়া গেল। নাজ্‌মা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, অতি সুকৌশলে তাহার স্বামী ইয়াসিনের সহায়তায় সন্ধ্যাকে উদ্ধার করিল। চোরের উপর বাট্‌পাড়ি হইয়া গেল!

তাহার পর সন্ধ্যা আসিল জামসেদপুরে। তাহার দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতি প্রকাশের আশ্রয়ে।

প্রকাশ ইঞ্জিনিয়ার। পরোপকারী, অমায়িক ও উদার প্রকৃতির লোক। প্রকাশ ও তাহার স্ত্রী সবিতা, সন্ধ্যাকে সানন্দেই গ্রহণ করিল। সন্ধ্যাকে লইয়া যাইবার জন্য তাহার শ্বশুর ও পিতার কাছে 'তার' করা হইল। প্রতি মুহূর্ত্তে সন্ধ্যার মনে হইতে লাগিল, আর কেহ না

আসিলেও, খবর পৌছিবামাত্র তাহার স্বামী আসিয়া তাহাকে নিশ্চয়ই লইয়া যাইবে।

কিন্তু হায় রে দুরাশা!……সন্ধ্যার পিত্রালয় বা শ্বশুরালয় হইতে কোন খবরই আসিল না। কেহ তাহাকে লইবার জন্য ব্যস্তও হইল না। এমন দিনে সেখানে আসিয়া পৌছিল—প্রমথ নামে প্রকাশের এক দূর-সম্পর্কের ভাই। জীবনে চলার-পথে সে নিতান্তই লক্ষ্যহীন। হঠাৎ ঝড়ের মত আসে, আবার একদিন ঝড়ের মতই চলিয়া যায়।

এদিকে প্রকাশ সেই দিন রাত্রির গাড়ীতেই সন্ধ্যাকে লইয়া, তাহার শ্বশুরের আশ্রয়ে রাখিয়া আসিবার জন্য কলিকাতাভিমুখে রওনা হইল।

কিন্তু অভাগা যদ্যপি চায়…সাগর শুকায়ে যায়…

সন্ধ্যার অতি প্রাচীন-পন্থী ও গোঁড়া হিন্দু শ্বশুর, জহরলাল চৌধুরীর কাছে কোনও অনুরোধ-উপরোধই টিঁকিল না। প্রকাশের অনুনয়-বিনয় এবং পুত্রবধূর চোখের জল তাঁহার 'শাস্ত্রীয়' মনকে নরম করিতে পারিল না। তিনি পাষাণের মত শক্ত হইয়া জানাইয়া দিলেন—তাঁহার গৃহে অপহৃতা নারীর স্থান নাই।

কিন্তু সন্ধ্যার স্বামী প্রিয়লাল? পিতার বিধান অন্যায় জানিয়াও তাহার প্রতিবাদ করিবে বা নিজের স্বাধীন মতামতকে বড়ো করিয়া সন্ধ্যার দুর্দ্দশার কোন প্রতিকার করিবে—এমন সাধ্য তাহার ছিল না।

এমনি করিয়া হৃদয়হীন সমাজ, সন্ধ্যাকে শাসনই করিল—তাহার বিচার করিল না।

সন্ধ্যাকে অগত্যা জামশেদপুরে ফিরাইয়া আনিতে হইল। কিন্তু সেখানেও সে আর টিঁকিতে পারিল না। স্বামী-সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা সবিতা তাহাকে আর সুনজরে দেখিল না। সন্ধ্যার ও তাহার স্বামীর কথা চিন্তা করিয়া সন্দেহের বিষে মন তাহার ভরিয়া উঠিল।

সন্ধ্যাকে লইয়া স্বামী-স্ত্রীর মনের মধ্যে যখন এমনিতর অশান্তি ও মনোমালিন্যের ছায়া ঘন হইয়া উঠিয়াছে, সন্ধ্যা তখন তার নিজের পথ

নিজেই স্থির করিয়া লইল। কোন অপরাধ না করিয়াও আজ সে সকলের নিকটেই অপরাধিনী। পরোপকারী প্রকাশের প্রতি তাহার যে কী অপরিসীম শ্রদ্ধা, সবিতা তাহা জানিল না। নিদারুণ অভিমানে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, একদিন গভীর রাত্রে গোপনে সে পথে বাহির হইয়া পড়িল। ভগবান একে একে যাহার সকল অবলম্বনই কাড়িয়া লইলেন, অনির্দ্দেশের পথে পা বাড়াইতে আজ আর তাহার কিসের ভয় ?

সন্ধ্যার জীবন-নাট্যে আজ যে নূতন অঙ্কের সূচনা হইল সেখানে সহসা এক নূতন ভূমিকা লইয়া আবির্ভূত হইল প্রকাশের সেই দূর-সম্পর্কের ভাই প্রমথ। প্রকাশের গৃহ ছাড়িয়া যাইবার সময় সে সকলের দৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারিলেও প্রমথকে ফাঁকি দিতে পারে নাই।

প্রমথ হৃদয়বান এবং ধনী। জীবনে তাহার কোন অবলম্বনই নাই। স্বাধীন, মুক্ত ও স্বচ্ছন্দগতি। এক দুর্যোগের রাত্রে একটি নিরাশ্রয়া নারী তাহারই চোখের সামনে দিয়া পথের বাহির হইয়া যাইবে—প্রমথর অন্তরাত্মা ইহা চিন্তা করিয়াও শিহরিয়া উঠিল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া প্রমথও চলিল সন্ধ্যার পিছু পিছু। সন্ধ্যা অনেক চেষ্টা করিল

নিজেকে মুক্ত করিতে। কিন্তু কেমন করিয়া কাহার ইঙ্গিতে, কোন্ বিচিত্র বন্ধনে না জানি সে এবার জড়াইয়া পড়িল।

প্রমথর আশ্রয় সে না চাহিতেই পাইল। আসিল তাহারা প্রমথর কাশীর বাড়ীতে।

প্রমথর ছন্নছাড়া জীবনে আজ যেন নব অরুণোদয়! তাই "সন্ধ্যা" নামটি পাল্টাইয়া সে তাহার নূতন নামকরণ করিল—"ঊষা"! অত্যাচারী সমাজের দেওয়া সন্ধ্যা নামটি আর যেন সে সহ্য করিতেও পারিতেছিল না।

প্রমথর সহিত এই সুন্দরী বধূটিকে দেখিয়া বাড়ীর দাসী মানদা মাসী এবং ভৃত্য সাধুচরণের ধারণা হইল—মেয়েটি প্রমথর নব বিবাহিতা স্ত্রী। তাহারা সমাদরে বধূর পরিচর্য্যা সুরু করিল।

প্রমথ ভাবিল মন্দ নয়—এই মিথ্যা পরিচয়, এই মিথ্যা অভিনয় এ বাড়ীতে বজায় থাকিলেও অন্ততঃ সন্ধ্যার সম্মানটা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু সন্ধ্যার নিকট এই শ্রেণীর মিথ্যাচার একেবারে অসহ্য।

এমনি করিয়া দিন যায়। রাত্রে দাস-দাসী উভয়কে স্বামী-স্ত্রী জ্ঞানে একই পুষ্পিত-শয্যা পাতিয়া দেয়। সন্ধ্যার অন্তর অজানা আশঙ্কায় ভরিয়া উঠে। কিন্তু নিঃসঙ্গ প্রমথ পাশের ঘরে শয্যা গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যার সকল আশঙ্কা দূর করিয়া দেয়!

তবু...জীবনের যাত্রা-পথে, অভিনয় তাদের এমনি করিয়াই চলে! সন্ধ্যার মনে হয়, অসহ্য! অসহ্য এ জীবন...অসহ্য এ মিথ্যাচার! লঙ্কেশ্বর রাবণ একদিন এমনি করিয়াই জনক-নন্দিনী সীতাকে অপহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। উদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহাকে

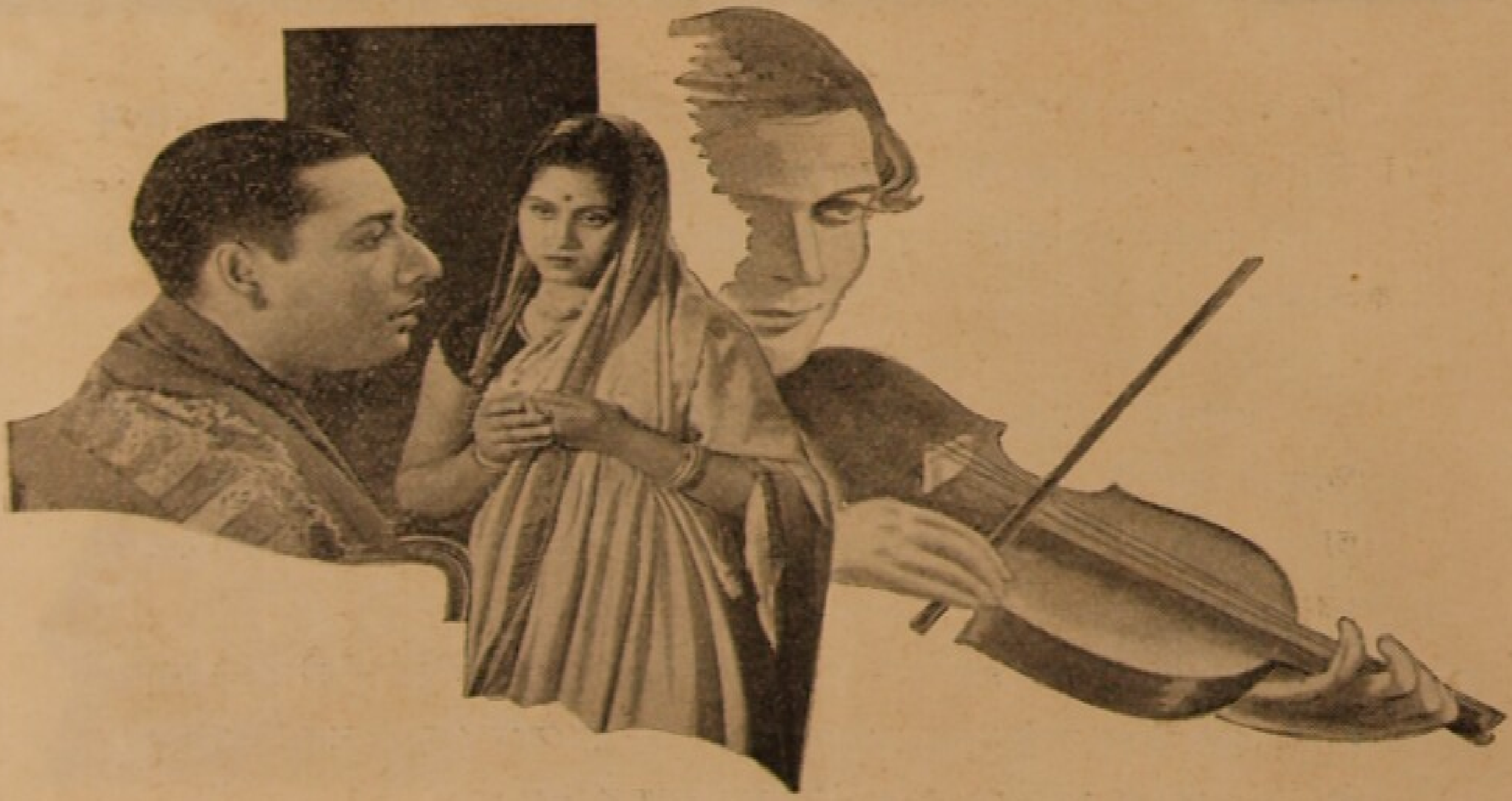

শ্রীরামচন্দ্র। কিন্তু সন্ধ্যা-সতীর শ্রীরামচন্দ্র কোথায়? তিনি কি বর্জ্জন করিয়াই সুখী হইলেন?

সন্ধ্যার সহিত প্রমথর এ কাল্পনিক বিবাহিত জীবন-যাত্রা পরিচালনার কথা আর একটি লোককে চঞ্চল করিয়া তুলিল। সে প্রমথর বাল্য-বন্ধু চিত্র-শিল্পী সুরেশ।

একদিন মন্দিরের কাছে সন্ধ্যাকে দেখিয়া সুরেশ আপন খেয়ালে তাহার একখানি ছবি 'স্কেচ্' করিয়াছিল। বন্ধু-পত্নীকে তাহাই আজ উপহার দিতে আসিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে সুরেশ বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে ধারণাই করিতে পারে নাই যে দেহ-মনে পরিপূর্ণ-সুন্দরী এই যুবতী প্রমথর জীবন-সঙ্গিনী হইতে পারে!

কিন্তু একটা মিথ্যা অভিনয়ের মধ্য দিয়া তাহাদের কাল্পনিক সম্বন্ধটা

প্রমথ ও সুরেশের নিকট যতই সহজ হইয়া আসিতেছিল, নিদারুণ আত্মগ্লানিতে সন্ধ্যার মন ততই বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

প্রমথের মন বুঝিল—সন্ধ্যার মনে সত্যিকারের বেদনা কোথায়। কিন্তু তাহার প্রতিকার সে কেমন করিয়া করিবে? স্বামীর চিন্তা ছাড়া যাহার আর অন্য কোন চিন্তা নাই, তাহার মন জয় করিবে সে কিসের অধিকারে?

যেমন করিয়াই হউক সন্ধ্যার শ্বশুর জহরলালের নিকট এই সংবাদটা আর গোপন রহিল না। তিনি মতলব দিয়া তাঁহার কুচক্রী

নায়েবকে পাঠাইলেন কাশীতে। সন্ধ্যার সন্ধান পাইলেও, সে মরিয়া গিয়াছে—এই মিথ্যা খবরটা কাশী হইতে পত্র-যোগে তাঁহার নিকট যাহাতে যথাসময়ে আসিয়া পৌছে, এই উপদেশ দিয়া তিনি নায়েবকে বিদায় করিলেন। উদ্দেশ্য—এই খবর প্রচারিত ও ইহার সত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে, হয় ত তাঁহার উদাসী পুত্রকে পুনরায় বুঝাইয়া আবার বিবাহে রাজী করাইতে পারিবেন।

সন্ধ্যার জীবনে শান্তি নাই। তাই কাশীতে তাহার দিন কাটিতেছে ব্রত-উপবাসে। এমনি সময়ে কাশীতে আসিল জহরলালের প্রেরিত নায়েব—কেশব। কিন্তু আসিয়া সে কিছুই সুবিধা করিতে পরিল না।

প্রমথ তাহাকে অপমান করিয়া বিদায় করিল। সে যাইবার সময় কেবল সতর্ক করিয়া গেল...এটা কাশী শহর; একটা লোক জানাজানি হোয়ে যেতে কতক্ষণ!...

এ খবরটা সন্ধ্যার কানে গেল। তা'রপর প্রমথ যখন প্রস্তাব করিল —"চল না সন্ধ্যা, কয়েকটা দিন লক্ষ্ণৌ বেড়িয়ে আসি?" তখন সন্ধ্যা ভুল বুঝিল। হয় ত' বা তাহার সম্মানেও আঘাত লাগিল। সে নিজেকে সংযত করিতে না পারিয়া কঠোর ভাবেই জবাব দিল—

"আপনি কি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চান?"

ইহার পর সে বাড়ীতে প্রমথের আশ্রয়ে আর একটি দিনও কাটানো তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল।

ভৃত্য সাধুচরণকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা আসিল এক স্বামীজির আশ্রমে।

সন্ধ্যার ধারণা হয় ত' স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসিয়া জীবনের গতি ফিরাইবার একটা পথ পাইবে, আশ্রম তাহার জীবনে একটা নূতন অবলম্বন দিবে। চাকরের মুখে প্রমথ শুনিল, সন্ধ্যা আর আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিতে চাহে না। কিন্তু তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছা হইতেই, যেন প্রমথর অন্তর-আত্মা আপনা হইতেই বলিয়া উঠিল—কেন এ জবরদস্তি! জোর করিয়া পরকে আটক করা যায় না...তবে সে চেষ্টা কেন করি?

প্রমথকে সান্ত্বনা দিতে আসিল সুরেশ। রাত তখন অনেক।

সুরেশ সেদিন প্রাণ ভরিয়া মদ্যপান করিয়াছে। মদের নেশায় কথার উৎস ছুটিতেছে...আপন খেয়ালে গান গাহিয়া চলিয়াছে।

এমন সময় একজন আশ্রম সেবিকাকে লইয়া সন্ধ্যা আসিয়া হাজির হইল। স্বামীজী তাহার জীবনের সব কথা শুনিয়া, তাহাকে আশ্রমে লইতে রাজী হইয়াছেন। কেবল তৎপূর্ব্বে একবার প্রমথর মৌখিক সম্মতির প্রয়োজন।

দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সন্ধ্যা যে দৃশ্য দেখিল তাহা বুঝি তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। সে দেখিল—প্রমথের হাতে সুরার পাত্র। তাহার পর সুরেশ ও প্রমথ তাহারই চোখের সম্মুখ দিয়া মত্ত অবস্থায় টলিতে টলিতে রাস্তায় নামিয়া সুরেশের মোটারে গিয়া উঠিয়া বসিল। সুরেশ তখন মোটারে ষ্টার্ট দিয়াছে।

সুরেশ সুরা পান করিলেও, প্রমথ আজ সত্যই অভিনয় করিয়াছে। বিন্দুমাত্র মদ্যও সে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সন্ধ্যা কি আজ সত্যই প্রতারিত হইল? সে বুঝিল, সে আশ্রমবাসিনী হইতেছে বলিয়াই প্রমথ আজ নিজের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতে, তাহার উপর অভিমান করিয়া এই পথ অবলম্বন করিয়াছে।

তখন আর হিতাহিত চিন্তা করিবার তাহার সময় নাই। সন্ধ্যা এক নিমিষে সেই চলন্ত গাড়ীর দরজা খুলিয়া মোটারে উঠিয়া বসিল।

আশ্রমের দরজায় সন্ধ্যাকে নামাইয়া দিবে বলিয়া গাড়ী চলিল আশ্রমের দিকে। কিন্তু সন্ধ্যা আশ্রমে নামিল না। সে সকলকে ফিরাইয়া আনিল প্রমথর বাড়ীতে।

কেশবের চিঠি যথাসময়ে কলিকাতা আসিয়া পৌছিল। প্রিয়লাল শুনিল, সন্ধ্যা এতদিন কাশীতে ছিল এবং সেইখানেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

স্ত্রীকে প্রিয়লাল সত্যই ভালবাসিত। এতদিনে হয় ত' নিজের ভুল সে বুঝিতে পারিল। অপরিসীম অন্তর-যাতনায় কাতর হইয়া সে আসিল প্রকাশের নিকট জামশেদপুরে।

কিন্তু জামশেদপুরে আসিয়া সে এমন কথা শুনিল, যাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সবিতা তাহাকে জানাইল—সন্ধ্যার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা। তাহার পর প্রিয়লালের মনে যাহাতে কোন সন্দেহের উদয় না হয়, তাই মিথ্যা করিয়া সে জানাইল—প্রকাশ সন্ধ্যাকে লইয়া গতকল্য কাশী গিয়াছে।

আশায় বুক বাঁধিয়া প্রিয়লাল চলিল কাশীতে স্ত্রীর সন্ধানে।

সেই পুণ্য-তীর্থে, আজ সন্ধ্যার সর্ব্বহারা স্বামী, হারানো স্ত্রীর সন্ধানে আসিয়া সত্যই তা'র দর্শন পাইল। কিন্তু আজ আর সন্ধ্যা আশ্রয়হারা নয়। পাশে তা'র আশ্রয়দাতা প্রমথ এবং তা'র দুর্দ্দিনের বন্ধু ও আত্মীয় প্রকাশ।

একদিকে বিবেক ও মনুষ্যত্ব—অন্যদিকে স্বামীর প্রতি, সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য। শেষ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা কাহার আহ্বানে সাড়া দিল? সে অনুমানের সুযোগ দিতে আমরা এ কাহিনীর এইখানেই শেষ করিলাম।

---

## অভিজ্ঞান ঃ সঙ্গীতাংশ

—এক—

বন্ধুরে, হারায়ে তোমার পরাণ বিদরে হায়,
পাঁজর চিরিয়া, তা'রে রাখিতে যদি হিয়ায় !
যে জন ছিল ঘরের আলা—
সেই তো হ'ল বুকের জ্বালা,
এক নিমেষের ভালবাসা
জনম ভরে কাঁদায় !
নাম ধরিয়া ডাক' তারে
সে নাম ফেরে বারে বারে
সে তো নাহি আসে ফিরে
যে নিয়েছে বিদায় ! —মেনকা, ধীরেন ও সুকুমার

—দুই—

কাজ ভাঙ্গানি গান গেয়ে চল যাই,
জীবন যেরে মোমের বাতি আর তো সময় নাই।
বালুচরে বাঁধলি বাসা মিছে আশায় ভাই!

ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো সবার আগে পড়বে রে,
এ-পার যদি ভাঙ্গে নদী ও-পার সে যে গোড়বে রে!
পথের পথিক আমরা সবাই, চল অজানা পথটি ধরে—
দুখের ঝড়ে ঝরবো কেহ কেউবা সুখে ফিরবো ঘরে
( মনে ) আশা রাখ ভাই! —কোরান্

—তিন—

ছিল সাথী মোর প্রভাতের ফুল
কখন ঝরিল হায়।
গোধুলির পানে চরণ চলিছে
নয়ন পিছনে চায়। —মলিনা

—চার—

ওরে সাবধানী পথিক বারেক পথ ভুলে মর ফিরে
খোলা আঁখি দুটো বন্ধ করেদে আকুল আঁখির নীরে।
সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে হারান হিয়ার কুঞ্জ
ঝড়ে পড়ে আছে কাঁটা তরুতলে রক্ত কুসুম পুঞ্জ!
সেথা দুইবেলা, ভাঙ্গা গড়া খেলা, অকুল সিন্ধু তীরে।
অনেক দিনের সঞ্চয় তোর আগুলি আছিস্ বসে।
ঝড়ের রাতের ফুলের মত ঝরুক পড়ুক খসে।
আয়রে এবার সবহারাণোর জয়মালা পর শিরে।

—পঙ্কজ মল্লিক

রচনা: রবীন্দ্রনাথ

—পাঁচ—

রূপ-কথার-ই রাজা এসে তুলে নিল পারুল ফুল
সাতটি চাঁপা জেগে বলে, ঘুমিয়েছিলাম একি ভুল !
কলাবতী রাণী ছিল,
ভাবে,—এ ফুল কে গো দিল ?
অভিমানে কাঁকন ফ্যালে—বাঁধেনা আর এলো চুল।
রাজা বলে শোন রাণী
তোমার তরে ফুল যে আনি
সাপের মত বাঁধবে বেণী, তাইত মণি এই পারুল ! —মলিনা

—ছয়—

তোমার কাছে চাইতে বঁধু
হার মানি যে লাজে
তোমার এ দান সইতে নারি
পাষাণ সম বাজে।
না চাইতে সবই যে পাই
নেবার মত হৃদয় যে নাই
( তুমি ) সব হারিয়ে সব পেতে চাও
গভীর দুঃখ মাঝে। —কমলা ( ঝরিয়া )

—সাত—

ফাল্গুন ফুলবনে ধরা নাহি দিল সাকি,
দুঃখের বরষায় সে কি মোরে নিবে ডাকি ? —ভানু

—আট—

মালা যদি দিলে ভুলে
ফিরায়ে আনিতে পার তায় ?
যে প্রেম দিয়েছ বন্ধু
চাহ ফিরে কোন লাজে হায় !
( ওগো ) পরাণে বিঁধেছে বাণ
বাহিরে চন্দন কেন দাও ?
অনল জ্বেলেছ প্রাণে—
কাঁদিয়া নিবাতে তা'রে চাও ! —কমলা (ঝরিয়া)

THE NEW THEATRES LIMITED

জীবতাং জ্যোতিরেতু ছায়াম্